Prudent management marks the affairs of Dinajpore Bank Ltd.—Hindusthan Standard.

নির্ভয়ে টাকা আমানতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান,

"দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিঃ"

(সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং)

হেড অফিস :— ১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

শাখাসমূহ :— জলপাইগুড়ি, রামপুরহাট, রায়গঞ্জ, জঙ্গিপুর, রাজসাহী, দিনাজপুর, পার্ব্বতীপুর, আলিপুর দুয়ার, ভবানীপুর (কলিকাতা)

স্থায়ী আমানতের বিবরণ স্থানীয় ম্যানেজারের নিকট জ্ঞাতব্য

Managing Director :—J. M. Sen.
Ex. M. L. C.

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

মণিগ্রামের প্রসিদ্ধ

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন

আবিষ্কৃত

সোণামুখী কেশতৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—দশভুজা ঔষধালয়

মণিগ্রাম বাসন্তীতলা, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১৭ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩৫৫ ইংরাজী 3rd Nov. 1948 | ২৪শ সংখ্যা

নেতাজী সুভাষচন্দ্র কর্ত্তৃক

পরিদর্শিত ও প্রশংসিত

ক্রমবর্দ্ধনশীল

নবজীবন ইন্সিওরেন্স কোং

লিমিটেড

(১৯৩১ সালে স্থাপিত)

বর্ত্তমানে সমস্ত বীমা কোম্পানীর প্রিমিয়ামের হার বর্দ্ধিত হইলেও এই কোম্পানীর হার বর্দ্ধিত হয় নাই। কোম্পানীর 'ব্যালান্স সিট' ইহার পরিচয় প্রদান করিবে।

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুত তহবিল এবং উপযুক্ত একচুয়ারী নিয়োগ কোম্পানীর স্থায়িত্বের দৃঢ়তা ও বীমাকারীদের সুবিধা প্রকাশ করিতেছে।

হেড অফিস : ৮০, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

মুর্শিদাবাদ জেলার চীফ এজেণ্ট :—

এস, ঘোষাল এণ্ড কোংর নিকট

অনুসন্ধান করুন।

১৯০৭--১৯৪৭

'স্বদেশী যুগে'র প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক ভবন, জোড়াসাঁকোর সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন দেশপ্রাণ মনীষী 'হিন্দুস্থান'-এর গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল,—জীবন-বীমার দ্বারা ব্যক্তি ও জাতির আর্থিক-উন্নতি সাধন করা। এ বিষয়ে 'হিন্দুস্থান' পূর্ব্বাপর দেশবাসীর নিকট হইতে সর্ব্বান্তরিক সহযোগিতা লাভ করিয়া আসিতেছে এবং গত ৪১ বৎসরের জন-সেবায় ইহা আজ ভারতের অন্যতম সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের সোসাইটির অসামান্য সাফল্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

নূতন বীমা	...	১২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার উপর
মোট চল্‌তি বীমা	...	৫৫ ,, ৬৩ ,, ,, ,,
প্রিমিয়ামের আয়	...	২ ,, ৬১ ,, ,, ,,
বীমা তহবিল	...	১০ ,, ৬৩ ,, ,, ,,
মোট সংস্থান	...	১১ ,, ৬৪ ,, ,, ,,
দাবী শোধ [১৯৪৭]	...	প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা

কিন্তু হিন্দুস্থানের গর্ব্ব তাহার এই সকল কোটি কোটি টাকার অঙ্কে নহে, সে যে তাহার অকুণ্ঠ সেবা দ্বারা অসংখ্য পরিবারের অর্থসংস্থান করিয়া দিতে পারিতেছে, ইহাই তাহার প্রকৃত গর্ব্বের বিষয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৫৫ সাল

নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি

—:০:—

ডাক্তার পট্টভি সীতারামিয়া তাঁহার নির্ব্বাচনে সাফল্যের জন্য বহু স্থান হইতে বহুসংখ্যক অভিনন্দনসূচক তারবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়াছেন। নির্ব্বাচনে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বাবু পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনও তারযোগে তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন।

মাদ্রাজে এক সম্বর্দ্ধনা সভায় নব-নির্ব্বাচিত সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"এখন কংগ্রেস দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি। যতক্ষণ ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী সদস্যের সংখ্যাধিক্য থাকে, ততক্ষণ কংগ্রেস পরোক্ষভাবে গবর্ণমেণ্টকে প্রভাবান্বিত করিতে পারেন; কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে গবর্ণমেণ্টের উপর কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব করার অধিকার কংগ্রেসের এখনও নাই এবং ভবিষ্যতেও ঐরূপ অধিকার দাবী করা বাঞ্ছনীয় নহে।

নির্ব্বাচন সম্বন্ধে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের উক্তির একাংশ

.....সমস্ত শ্রেষ্ঠ লোক কংগ্রেসেই আছে—এ কথা কংগ্রেস কখনও দাবী করিতে পারে না। কংগ্রেসের বাহিরেও বহু কুশলী ব্যক্তি আছেন। দেশ ও জাতির স্বার্থের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া সংস্কারহীন চিত্তে, কুশলী, গুণবান, সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিদেরই নির্ব্বাচন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ করিতে না পারিলে কংগ্রেস, জাতি বা দেশ, কাহারও উপকার করা যাইবে না।

অনুরোধ না ধমকানি?

—:০:—

আমরা মুর্শিদাবাদ জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক মাননীয় শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত মহাশয়ের নিকট হইতে যে পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

আমাদের বক্তব্য গত সপ্তাহে সামান্য প্রকাশ করিয়াছি। আজ পত্রাংশের ভাষাগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহদক্ষরে এবং আমাদের অল্প বক্তব্য তাহার মাঝে মাঝে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অক্ষরে ( ) বন্ধনীর মধ্যে মুদ্রিত হইল।

মুর্শিদাবাদ জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতি
পোঃ খাগড়া, বহরমপুর [পশ্চিম বঙ্গ]

নং ৪/১৩৯/জ তারিখ ২৫।১০।৪৮

মাননীয়
শ্রীযুক্ত জঙ্গীপুর সংবাদের সম্পাদক মহাশয়
মাননীয়েষু
জঙ্গীপুর

সবিনয় নিবেদন

অধুনা আপনার প্রচারিত "জঙ্গীপুর সংবাদ" সংখ্যাগুলির অনেক সংখ্যায় আমার এবং আমার সমিতির মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। কংগ্রেসের প্রতি আপনার অস্বাস্থ্যকর হীন আক্রমণ ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া বর্ত্তমানে যেরূপ (যে রূপ?) ধারণ করিয়াছে তাহাতে প্রমাণ হয় সাধারণ ভাবে আপনার হীন প্রচারের উদ্দেশ্য মুখ্যতঃ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে হেয় প্রতিপন্ন করা।

(আমরা জঙ্গিপুর কংগ্রেসের এলাকায় থাকি, তাহাই আমাদের ভাগ্য বিধাতা দেবতা। দেবতার স্বরূপ বর্ণনা করাই দেবতার ধ্যান। গণেশের ধ্যান—

"খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্র-বদনং লম্বোদরং"

খর্ব্বং—বেঁটে, স্থূলতনু—মোটা, গজেন্দ্র-বদন—হাতী-মুখো, লম্বোদর—পেট-মোটা। এতে গণেশ কি হেয় হন? জঙ্গিপুর কংগ্রেসকে তার নায়কবর্গ যত হেয় করিয়া তুলিয়াছেন, তার চেয়ে হেয় আর কেহ করিতে পারিবে না। কাকের গায়ে কালি মাখাইলে তার শ্রীবৃদ্ধিই হইবে। আমরা আজ স্থানান্তরে ভৈরব রাগ ও শ্রীরাগ প্রকাশ করিলাম।)

আপনার কংগ্রেস বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার প্রত্যেক সংখ্যার আলোচনা আজকার চিঠিতে করিতে গেলে আলোচনা বৃহৎ হইবে সুতরাং অদ্য ঐ বিষয়ে নিরস্ত থাকি এবং ভবিষ্যতে আপনার দ্বারা কংগ্রেসের উপর নিক্ষিপ্ত অসৎ এবং অসত্য দোষ পুষ্ট অস্ত্রগুলির উল্লেখ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিয়া আপনার সর্ব্বশেষ ১৩নং প্রচার সংখ্যা এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া আপনাকে আপনার লেখনিকে (?) সানুনয়ে সংযত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

আমরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আজ ২২ বৎসর পূর্ব্বে যে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলাম তাহার স্বীকারোক্তি স্তম্ভান্তরে করিব। আপাততঃ আমাদের লেখনীকে "লেখনি" বলায় সে সংযত হইবে কি না জানি না—বোধ হয় মহাকবি কালিদাসের—

"ন বাধতে তথা স্কন্ধে যথা বাধতি বাধতে"

জানেন। যদি জীবিত থাকি বারান্তরে সে উপাখ্যান পাঠকগণকে উপহার দিব)

আপনি বলিয়াছেন :—

"কংগ্রেসের সাহায্য পাইলে নির্ব্বাচন বৈতরণী সহজে উত্তীর্ণ হইবার আশায় ১৪টী পদের জন্য প্রায় ৩২টী আবেদন নির্দ্ধারিত পঞ্চ মুদ্রা সহ দাখিল হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া আমাদের দেশে খেলা খেলায় (মেলা খেলায়) এক সম্প্রদায়ের দ্যূত ক্রীড়নকের (দ্যূত ক্রীড়কের?) কথা মনে পরে ('গরের

হবে না

মাঠে ঘোরার গারী গব্‌গরিয়ে যায়' পূর্ব্ব পাকিস্তানের এক অঞ্চলের লোক মুখে এই রকম বলেন, লেখেনও কি?) তাহারা চীৎকার করিয়া বলে ছোড়ো ছোড়ো ডব্বল ছোড়ো ডব্বল ছোড়ো ইত্যাদি কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে বহুবিধ কুৎসিৎ হাস্য-রস পুর্ন (পূর্ণ?) জুয়ারী (জুয়াড়ী?) নামে ব্যাঙ্গোক্তি করিয়াছেন। (ব্যঙ্গোক্তি লিখিতে ব্যাঙ্গোক্তি লিখিয়াছেন, ব্যঙ্গের উপর ব্যঙ্গ?) আপনার ঐ দিনের সম্পাদকীয় স্তম্ভ কংগ্রেসের দ্বারা জঙ্গীপুর পৌর সভার সাধারণ নির্ব্বাচনে কমিশনর মনোনয়ন দেওয়ার বিরুদ্ধে ("বিরুদ্ধতায়" মনে করিয়াছেন বোধ হয়?) পরিপূর্ণ। কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালী তাহার গঠনতন্ত্র তাহার পরিচালন ব্যবস্থা সম্ভবতঃ আপনি কিছুই অবগত নহেন। (গঠনতন্ত্রের তান্ত্রিকগণ—"যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তার স্তে নশ্যন্তু শিবজ্ঞয়া" মন্ত্র পাঠ করিয়া টাউন কমিটী শিবের আজ্ঞায় নাশপ্রাপ্ত হউক—এই ভূত শুদ্ধির কথা জানিতাম না) কংগ্রেস প্রতি ক্ষেত্রে মনোনয়ন প্রদান কালে যথাবিহিত ফিঃ লইয়া আসিয়াছে। শুধু জঙ্গিপুর পৌর সভার নির্ব্বাচন কালেই ইহা প্রবর্ত্তিত হয় নাই এবং পৌর সভার জন্য মনোনয়ন কেবল জঙ্গীপুর কংগ্রেসই প্রদান করেন নাই। (ফিঃ কি মহকুমা কংগ্রেসের প্রাপ্য না টাউন কংগ্রেসের প্রাপ্য? নির্ব্বাচন কালেই টাউন কমিটীর নির্ব্বাসন প্রথা কত দিন চালু হইয়াছে?) কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় অনেক ক্ষেত্রে পৌর সভার কমিশনর মনোনয়ন ফিঃ লইয়া দিয়া আসিতেছেন। সকল বিষয়ে স্বাস্থ্যকর সমালোচনা হওয়া উচিত এই ক্ষুদ্র নিবেদন করিয়া পুনরায় আপনাকে সংযত হইতে অনুরোধ করিতেছি। ইতি—

নিঃ (স্বাক্ষরের অনুলিপি) শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত
সম্পাদক, মুর্শিদাবাদ জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতি।

আমরা জেলা কংগ্রেস কমিটীর সম্বন্ধে কখনও লিখি নাই। সভাপতি শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বহু দিন হইতে জানি। আমরা অতীব দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি—জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থিগণের অনুকূলে প্রচার-পত্র প্রতিভা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ৩০০০ ছাপিয়াছে। ইহাতে জেলা কংগ্রেসের যে প্রতিভা জঙ্গিপুর সহরে বিকশিত হইয়াছে, তাহার স্বাস্থ্যকর সমালোচনা সেকালের পাঠশালায় গুরু মহাশয়দের দ্বারা হইলে ভাল হইত।

বিদ্যালয় সমূহের আসন্ন বাৎসরিক পরীক্ষায় এই প্রচার পত্রের ছাপার অক্ষর দেখিয়া ছাত্রগণ যদি ভুল করে তাহার জন্য দায়ী জেলা কংগ্রেস।

দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের সঙ্গীতজ্ঞ বড় বড় ওস্তাদগণের দ্বারা সম্মানিত, মুর্শিদাবাদের গৌরব পণ্ডিতকুল শিরোমণি স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাম সম্বলিত ছাপার কাগজে এই সব ভ্রম প্রমাদ তাঁহার জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক সেন গুপ্ত মহাশয়ের কৃতিত্বের পরিচায়ক। আমাদের সংবাদ পত্রে "সম্পাদক মহাশয় ও তাঁহার সমিতির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে"। আমরা সমিতির সভাপতি মহাশয়ের দৃষ্টি প্রার্থনা করি।

প্রচার পত্রের শুদ্ধিপত্র

পংক্তি সংখ্যা	যাহা হইয়াছে	যাহা হওয়া উচিত
৪	প্রতিদ্বন্দীতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
৫	চৌদ্দজন প্রার্থীগণকে	চৌদ্দজন প্রার্থীকে
১০	অক্ষুন্ন	অক্ষুণ্ণ
১৪	দায়িত্তপূর্ণ	দায়িত্বপূর্ণ
২২	কালীদাস	কালিদাস
২৭	মুরারীমোহন	মুরারিমোহন
২৯	রোহিনীকুমার	রোহিণীকুমার
৩১	প্রামানিক	প্রামাণিক

হায়! ইংরাজের প্রথম বউনির অধিকারস্থল মুর্শিদাবাদ এর অধিবাসিবর্গ! তোমাদের ভাগ্য-দেবতা কবে প্রসন্ন হইবে জানি না।

অরাঁধুনির হাতে পড়ে রুই মাছ কাঁদে,
না জানি রাঁধুনি মোরে কেমন ক'রে রাঁধে!

তোমাদের জেলার অশিক্ষা দূর করিয়া যাঁহারা শিক্ষা বিস্তার করিবেন, তাঁহাদের হাতে 'স্বাধীনতা" কবে "শ্বাধীনতা" হ'য়ে না দাঁড়ায়।

লজ্জার কথা—যখন জেলার সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট বা বাঙ্গালী আই:সি-এস্, কলার মোচাকে "কেলা কা ফুল" বলিতেন, সে সময় এই সব ভাষাবিৎ এই সব "স্বাস্থ্যকর" শব্দ প্রয়োগ করিলে না হয় চলিত। আজ বাংলার নাম করা সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি এই সব পণ্ডিতগণের ভাষাজ্ঞান দেখিয়া কি বলিবেন? তবে তিনি জানেন—এঁরা কনট্রোলের জিনিস পত্তর কিভাবে বিলি বন্দোবস্ত করিতে হইবে, কোথায় কোন্ আশ্রয়প্রার্থী ক্যাম্পে তাঁদের অগোচরে কোন্ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া গেল, এই সব পাঁচ রকমের ঝামেলা নিয়ে ব্যস্ত। তার উপরে কোথায় নির্ব্বাচন, কাহাকে নির্ব্বাসন করিয়া কংগ্রেসকে নিষ্কণ্টক করিতে হইবে। এর মধ্যে প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ ভোলা স্বাভাবিক।

ইঁহাদের আদেশে ও আদর্শে চলেন, আমাদের মহকুমা কংগ্রেস কমিটী। কাপড়, সিমেণ্ট, টিন, শিক, আরও কত কিসের বন্দোবস্ত, এজেণ্ট নিয়োগ, তার উপরে টাউন কমিটী হঠাৎ মার্কণ্ডেয়ের দশা প্রাপ্ত হওয়ায় নির্ব্বাচন পার্লামেণ্টারী বোর্ড তৈরী প্রভৃতি কাজে ব্যস্ততার সীমা নাই। ব্যস্ততার জন্য কংগ্রেসের মনোনয়নে বি-এ, বি-এল, সব বাদ গিয়ে, আত্ম-কর্ম্ম সমর্থনের উপায় নাই, এমন কর্ম্ম ক'রে ফেলতে হয়েছে। বিচারালয়ের সেরেস্তা খুঁজলে পাওয়া যাইবে এমন দণ্ডপ্রাপ্ত কালাবাজারীকেও মনোনীত করা হয়েছে।

কর্ম্মব্যস্ততায় অনেক সময় রেলের টিকিট কিনিতে ভুল হইয়া যায়, ছোট নজরের ষ্টেশন মাষ্টার তাই নিয়ে আবার ঝামেলা করে।

কলিকাতার "পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা" তাহার ৩০শে সেপ্টেম্বর বাংলা ১৪ই আশ্বিন সংখ্যায় ৭ম পৃষ্ঠার ৩য় কলমে এমন এক সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা জঙ্গিপুর মহকুমার কংগ্রেস কমিটীর প্রবীণতম কংগ্রেস কর্ম্মীর সম্বন্ধে দারুণ অভিযোগ। আমরা উক্ত পত্রিকার প্রতি সেন গুপ্ত মহাশয়ের ও তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমাদের "জেহাদ ঘোষণার" স্বীকারোক্তি

"জেহাদ মানে কাফেরের (অমুসলমানের) বিরুদ্ধে মুসলমানগণের ধর্ম্মযুদ্ধ। কংগ্রেস—মুসলমান ও অমুসলমান সকলেরই প্রতিষ্ঠান। আমরা মুসলমান নহি; কংগ্রেসও কাফের বা অমুসলমান নহে; কাজেই—"জেহাদ" শব্দ অপপ্রযুক্ত হইলেও, আমরা জেলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক সেন গুপ্ত মহাশয়ের লিখিত "জেহাদ" কেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

আজ প্রায় ২৫।২৬ বৎসর অতীত হইতে চলিল, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচন-কালে মুর্শিদাবাদ জেলার কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ এক অপূর্ব্ব খেলা খেলিতেন। কাশিমবাজারের মহারাজা প্রতিবারই উক্ত সদস্যপদের জন্য প্রার্থী থাকিতেন আর কংগ্রেস হইতে একজনকে দাঁড় করানো হইত। মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন দেখা যাইত—কংগ্রেসী প্রার্থী তাঁহার মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করিয়াছেন। মহারাজা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইলেন। কংগ্রেসের (বহরমপুর কংগ্রেসের) তখনকার সমালোচনা একেবারেই স্বাস্থ্যকর হইত না। কারণ চিরদিনই কাঙাল ধনীর দ্বারস্থ হয়। নির্ব্বাচনোৎসবের সময় এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। তখন ধনীই কাঙালের দ্বারস্থ হন। মুর্শিদাবাদ কংগ্রেসের এই নিন্দনীয় প্রথার বিরুদ্ধে "জেহাদ" ঘোষণা করিলেন "জঙ্গিপুর সংবাদের" প্রতিষ্ঠাতা দীন ব্রাহ্মণ শরৎ পণ্ডিত। ভোটার লিষ্ট ছাপিয়ে ডিপজিট দিবার মত টাকা পেয়ে তাঁর এই দুরাশা জন্মিল।

তখন সাধারণ লোকের মনে হওয়া স্বাভাবিক—লোক নাই, জন নাই, মোটর নাই, পয়সা নাই। এই বামনা অন্যান্য বারে মহারাজার এক তরফা নির্ব্বাচিত হইবার সুবিধা সংগ্রহের সময় দাঁও মারিবার আশায় দাঁড়িয়েছে। প্রত্যাহার করার দিন গত হইল, তখন অধিকাংশের সন্দেহ দূর হইল। প্রার্থী তালিকায় নাম থাকিল (১) মহারাজা (২) ব্রজভূষণ গুপ্ত (৩) শরৎ পণ্ডিত (৪) নিবারণ বাবু ডাক্তার।

একদিন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, যিনি আজ বাংলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় বিধানচন্দ্র রায়, বহরমপুরে মহারাজা ব্যতীত সকল প্রার্থীকে ডাকাইলেন। সকলেই উপস্থিত হইলেন। ব্রজভূষণ বাবু, শরৎ পণ্ডিতকে অনুরোধ করিলেন—আমার (ব্রজভূষণ বাবু) শরীর ভাল নয় পণ্ডিত মহাশয় 'ক্রীডে' স্বাক্ষর করে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হউন। ডাঃ বিধানচন্দ্র তাহাতে আপত্তি করিলেন—আপত্তির মর্ম্ম—ব্রাহ্মণের "বিদ্যা স্থানেও ভয়ে বচ, অর্থ স্থানেও তাই," কাজেই ব্রজভূষণ বাবুকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেই হইবে। শরৎ পণ্ডিত প্রশ্ন করিলেন—টাকা কিসে দরকার হবে বাবু?

[৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন।

সকালে—ভৈরব রাগ

মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের রঘুনাথগঞ্জ থানার সদস্য উপনির্ব্বাচনে
ভোটারগণের প্রতি নিবেদন

—:০:—

মুর্শিদাবাদ জেলা ও তাহার অধীন জঙ্গীপুর মহকুমা কংগ্রেস কমিটী গভীর দুঃখের সহিত আপনাদের নিকট সানুনয় নিবেদন করিতেছে যে, জেলা বোর্ডের আগামী ১৮।২।৪৮ তারিখের আসন্ন উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের নিকট রঘুনাথগঞ্জ থানার শ্রীজগন্নাথ সিংহ, শ্রীপঙ্কজকুমার দাস, শ্রীভুজঙ্গভূষণ দাস ও শ্রীতারেশচন্দ্র চৌবে মহাশয়গণ প্রথমে কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্যের স্বীকারের শপথ গ্রহণ করিয়া মনোনয়ন প্রার্থিতার জন্য আবেদন করেন কিন্তু কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের নির্দ্দেশের প্রতি শ্রীজগন্নাথ সিংহ ও শ্রীপঙ্কজকুমার দাস মহাশয়দ্বয় তাঁহাদিগের কার্য্যকারিতা দ্বারা উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের কার্য্য-পরিচালনাকে পথভ্রান্ত করিয়াছেন। এই বেদনাদায়ক অবস্থার প্রতি আপনাদের সকলের গুরুতর মনোযোগ এবং সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া আপনাদের নিকট পুনঃ প্রার্থনা করিতেছি যে,—এই উপনির্ব্বাচনে আপনারা হিন্দু মুসলমান যাঁহারাই কংগ্রেসকে একটুকুও শ্রদ্ধা করেন এই ভোট দান ব্যাপারে তাঁহারা উক্ত বিষয়কে সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। কংগ্রেসকে উপেক্ষা করিয়া যদি কেহ এই নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে জয়যুক্ত হইতে পারেন তাহা আজ জাতীয় জীবনের পক্ষেই মর্য্যাদা হানিকর হইবে আরও মনে রাখিবেন কংগ্রেসের মর্য্যাদা-হানি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকেরই মর্য্যাদা-হানির নামান্তর মাত্র। কংগ্রেস আজ প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রার্থীকে মনোনয়ন না করিলেও প্রত্যাশা করে যে, কংগ্রেসকে উপেক্ষাকারী ব্যক্তি যেন নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে জয়যুক্ত হইতে না পারেন। এই কথা সর্ব্বদা সকলে মনে রাখিয়া ভোট দান ব্যাপারে কার্য্য করুন। তাহাতে অপর দুইজন প্রার্থীর যে কোন প্রার্থীই জয়লাভ করুক কেন না তাঁহারা দুজনেই কংগ্রেসের আনুগত্য ও শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এ পর্য্যন্ত তাঁহারা নির্দ্দোষ অবস্থাতেই আছেন। আজ কংগ্রেসের মান রক্ষা আপনাদের উপর নির্ভর করিতেছে। বন্দেমাতরম্ নিবেদন ইতি—

নিবেদক—

শ্রীবিজয়কুমার ঘোষাল

সহ সভাপতি মুর্শিদাবাদ জেলা এবং জঙ্গীপুর মহকুমা কংগ্রেস কমিটী

ও সভাপতি জঙ্গীপুর মহকুমা হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী কমিটী

জঙ্গীপুর মহকুমা কংগ্রেস অফিস
তাং ১৬।২।৪৮

শ্রীদুর্গাশঙ্কর শুকুল, সম্পাদক
জঙ্গীপুর মহকুমা রাষ্ট্রীয় সমিতি

পণ্ডিত-প্রেস,—রঘুনাথগঞ্জ।

বৈকালে—শ্রীরাগ

মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের রঘুনাথগঞ্জ থানার আসন্ন উপনির্ব্বাচনে
ভোটদাতাগণের প্রতি নিবেদন

—:o:—

দফরপুর ইউনিয়ন প্রাথমিক কংগ্রেসের সভাপতি দফরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার দাস মহাশয়কে অত্র উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেস মনোনয়ন প্রদান করিয়াছেন এবং তিনি কংগ্রেসের আদেশ মান্য করিয়া সকল সময়েই তাঁহার সভ্যপদ পরিচালন করিবার জন্য কংগ্রেসের নিকট ধর্ম্মের নামে দেশমাতার নামে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা সানুনয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার হিন্দু মুসলমান প্রত্যেক ভোটারকে পঙ্কজ বাবুর **গাঁদা ফুল** চিহ্নিত বাক্সে ভোট দিয়া কংগ্রেসকে জয়যুক্ত করিতে অনুরোধ করিতেছি। জঙ্গীপুর মহকুমা হিন্দু মুসলমান মৈত্রী সমিতির এই মনোনয়নে পূর্ণ সমর্থন আছে। পঙ্কজ বাবু ব্যতীত এই নির্ব্বাচনে অপর তিন জন প্রার্থী যাঁহারা আছেন তাঁহারা লিখিতভাবে ধর্ম্মের নামে প্রতিজ্ঞা করিয়া কংগ্রেসের নিকট এই আনুগত্য দিয়াছেন যে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীর তাঁহারা বিরোধিতা করিবেন না তথাপি তাঁহারা বা তাঁহাদের কেহ ঐ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতেছেন বলিয়া জানিবেন। নির্ব্বাচনের দিন ১৮ই ফেব্রুয়ারী ৫ই ফাল্গুন বুধবার।

বিনীত নিবেদক—

শ্রীবিজয়কুমার ঘোষাল

সহ সভাপতি মুর্শিদাবাদ জেলা এবং জঙ্গীপুর মহকুমা কংগ্রেস কমিটী
এবং সভাপতি জঙ্গীপুর মহকুমা হিন্দু মুসলমান মৈত্রী সমিতি

জঙ্গিপুর মহকুমা কংগ্রেস অফিস
তাং ১৬।২।৪৮

শ্রীদুর্গাশঙ্কর শুকুল, সম্পাদক
জঙ্গীপুর মহকুমা রাষ্ট্রীয় সমিতি

পণ্ডিত-প্রেস,—রঘুনাথগঞ্জ।

(৪র্থ পৃষ্ঠার ১ম কলমের জের)

ডাঃ রায়—ইলেক্‌সন্ তো জানেন না। সমস্ত জেলাটা ঘুরতে হবে। মোটর চাই, পেট্রল চাই, কত লোক চাই ক্যান্‌ভাস করতে।

শরৎ পণ্ডিত—কংগ্রেস আর মহারাজা আমার ক্যান্‌ভাস করেই রেখেছেন—ওঁরা আপোশে এক তরফা ক'রে। দেশের লোক চায়—আমার মত একটা বেহায়া নির্লজ্জকে। যে মহারাজার সঙ্গতি আর কংগ্রেসের সংহতির বিরুদ্ধে বেহায়ামি করতে পারে।

ডাঃ রায়—টাকা চায়ই। খাবেন কি ঠাকুর? যাতায়াতের খরচা?

এইবার পণ্ডিত মহাশয় অচিন্তিতপূর্ব্ব (extemporary) একটী গান গাহিয়া ডাঃ রায়কে বুঝাইলেন যে তার টাকার দরকার হইবে না।

গানটী

'(আমার) বরুণদেব যোগাবেন জল, পবন দিবেন হাওয়া।
যার বাড়ীতে ভোট মাগিব—তার বাড়ীতেই খাওয়া।
যাওয়া আসার নাই তো ধুম, চক্ষে যখন আসবে ঘুম
(আমার) রাজশয্যা মুদিখানার দাওয়া।"

ডাক্তার বাবু হাসিলেন—বোধ হয় মনে করিলেন—পাগল আর কাকে বলে। পরদিন হইতে পণ্ডিত মহাশয়ের অভিযান আরম্ভ হইল। এক সঙ্গে লাগালাগি ৪।৫ খানা গ্রামে ক্যানেস্তার পিটে চেঁচিয়ে আসেন—সব গ্রামের মাঝে ইস্কুলের উঠানে বা কোন ময়দানে ভোটের মিটিং হবে সব যাবেন, গান শুন্‌বেন, বক্তৃতা শুন্‌বেন। ৺দুর্গা পূজার পর চাষাদের খাটুনি নাই, তখন ধান পাকে নাই, ভদ্রলোকেরা সবকে ডেকে হেঁকে নির্দ্ধারিত স্থানে জড়ো হন।

পণ্ডিত মহাশয় গানে অভয় দেন—

কার নামে তুই টান্‌বি ঢ্যাড়া চিল কাকে তা জানবে না,
ওরা দেখতে করবে শত চেষ্টা পোলিং বাবু মানবে না।
তোর ভোট তুই যাকে দিবি অন্য লোকের কি?
মুখে বলিস্ হুজুর তোমার ঢ্যাড়া টেনেছি,
ধনী যদি দরবারে যায়, কাঙালের টান টান্‌বে না।

এই গান গরু চড়া রাখালেও গাইতে লাগিল। তারা "পোলিং" বাবুর স্থানে "পুলিন বাবু" গাইতো

শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল, শ্রীছত্রপতি রায় প্রমুখ কংগ্রেস কর্ম্মিগণ এই সব গান রাখালের মুখে শুনেছেন।

তখনকার বাংলার কংগ্রেস নেতা কলিকাতার মেয়র স্বনামধন্য যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত মহাশয় বহরমপুর কংগ্রেস প্রোপাগাণ্ডা করিতে আসিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের গামছা ঘাড়ে টাউন হলে যাবার কথা উল্লেখ করায় স্বকর্ণে শুনেছেন—

আজ কংগ্রেসীদের ঝাঁক নেমেছে তবে দেশের কি আর ত্রাস,
ত্যাগের এক এক প্রতিমূর্ত্তি হার মেনে যান সি, আর, দাস।
এঁরা গাছের খান আর তলার কুড়োন কাজে করেন ক্ষতি কি?
তবু মোরা বল্‌তে বাধ্য এঁরাই ত্যাগে দধীচি।
আজ পূজোর ছুটি আপিস বন্ধ তাই দিয়েছেন গাউন ঢিল,
খদ্দরেতে কোমর কষে' করবে দখল কাউন্‌সিল
(বলেন) শরৎ পণ্ডিত গামছা ঘাড়ে ঢোকে যদি টাউন হল,
তবেই তোমরা জানবে দাদা এই দেশটীর "ডাউন ফল"
দেশের লোক তো দেশের লোককে জানো সবে কম-বেশী—
কে কে এদের উদরপন্থী কে কে খাঁটি কংগ্রেসী।

সেন গুপ্ত মহাশয়ের নির্দ্দেশে শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল ও শ্রীছত্রপতি রায় প্রমুখ কংগ্রেসীরা খড়গাঁ হইতে পণ্ডিতকে ধরিয়া আনে। সেন গুপ্তের প্রণামের উত্তর 'জয়োহস্তু' বলিয়া ব্যারিষ্টারী প্যাঁচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। এই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই জেহাদের ফলে তাঁর আর নির্ব্বাচনে দাঁড়াইবার মুখ নাই। এক দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই। এখন সব নীতিই দুর-নীতি।

ন্যাতার মর্ম্মকথা

—:০:—

আজি গো তোমার চরণে জননি,
এনেছি বচন করিতে দান,
লক্ষ লক্ষ ক্ষীণ অভুক্ত
দীনের দুঃখে না দিয়ে কান।
মোটরে চড়ি যে, তাও তব লাগি,
চাঁদা চাঁদি তরে পথে পথে মাগি—
তোমার উদ্ধার করিতে জননি!
আহাম্মকেরা দিয়েছে প্রাণ।
জননি বঙ্গভূমি এ জীবনে
চাহি মা অর্থ চাহি মা মান,
থোড়াই কেয়ার দেশে হাহাকার,
স্বার্থ মোদের ধেয়ান জ্ঞান।

(২)

জানো কি জননি, জানো কি আমরা
নিয়েছি কত যে কঠোর ব্রত।
হায় মা! যাহারা স্বদেশ-ভক্ত
'ভণ্ড' বলে মা তাদেরি যত
তবু সে নিন্দা তবু সে দৈন্য,
স'য়ে যাই মাগো পেটেরি জন্য,
তাই দু'হস্তে তুলিয়া মস্তে
ধরেছি যেন সে মহৎ দান।
জননী বঙ্গভূমি এ জীবনে
চাহি মা অর্থ চাহি মা মান।
থোড়াই কেয়ার, দেশে হাহাকার,
স্বার্থ মোদের ধেয়ান জ্ঞান।

(৩)

ছিল মা যখন, হাঁড়ি ঠন্‌ঠন্,
জ্বলেছে জঠরে প্রবল ক্ষুধা—
মিটায়েছি সেই জঠর জ্বালায়—
পান করি তোর চাঁদার সুধা।
অন্য লোকের দেখি নানা সুখ,
ফেটে যেতো মাগো আমাদের বুক,
ঠাণ্ডা ক'রেছি হিংসার জ্বালা
চাঁদার "ফণ্ড" করিয়া পান।
জননী বঙ্গভূমি এ জীবনে—
চাহি মা অর্থ চাহি মা মান,
থোড়াই কেয়ার, দেশে হাহাকার,
স্বার্থ মোদের ধেয়ান জ্ঞান।

(৪)

পেয়েছি যা কিছু ঠকাইয়া বোকা—
লইয়া গৃহেতে গিয়াছি ছুটি,
চর্ব্ব্য-চুষ্য লেহ্য ও পেয়
হরেক রকম মজাটা লুটি।
জাহান্নমেতে যাও মা বঙ্গ—
ছেলে মেয়ে তব হোক উলঙ্গ
ন্যাতাগিরি থাক অটুট মোদের
ন্যাতাগিরি পেশা মোদের প্রাণ!
জননী বঙ্গভূমি এ জীবনে—
চাহি মা অর্থ চাহি মা মান,
থোড়াই কেয়ার, দেশে হাহাকার,
স্বার্থ মোদের ধেয়ান জ্ঞান।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৫ই নভেম্বর ১৯৪৮

১৯৪৮ সালের ডিক্রীজারী

৪৫৭ খাং ডিঃ বিশ্বেশ্বর ঘোষাল দেং ত্রিভঙ্গিনী দেব্যা দাবি ২৭৸০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সেণ্ডা জামুয়ার ৯০ শতকের কাত ৩৷৬ আঃ ১৫৲ খং ৭৪৮।৪৮ রায়ত মোকররী

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২২শে নভেম্বর ১৯৪৮

১৯৪৮ সালের ডিক্রীজারী

৩৫৬ খাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং গোবিন্দলাল পাঁড়ে দাবি ৯৸৶৬ থানা ফরক্কা মৌজে সাহাবারি ৪-৬৫ শতকের কাত ৬৸৶৫ আঃ ৫৲ খং ১১

৩৭৫ খাং ডিঃ ঐ দেং ইদ্‌রিশ সেখ দিং দাবি ১১।৶৩ থানা ঐ মৌজে মহাদেবনগর ৭০ শতকের কাত ২৶০ আঃ ৫৲ খং ৫০৭

৩৭৭ খাং ডিঃ ঐ দেং লালু সেখ দিং দাবি ১০।৶৬ মৌজাদি ঐ ৬ শতকের কাত ৶১৭৸০ আঃ ৫৲ খং ৩৮৬

৩৮০ খাং ডিঃ ঐ দেং খোদাবক্‌স সেখ দিং দাবি ১৮৸৶০ মৌজাদি ঐ ৩০ শতকের কাত ৩৷০ আঃ ৫৲ খং ২১৭

৪৫৮ খাং ডিঃ রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দেং আবদুল অহাব মোমিন দাবি ১৪।৬ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে চাচণ্ড ২২ শতকের কাত ২৶০ আঃ ১০৲ খং ১৭৮ রায়ত স্থিতিবান

৩৪৫ খাং ডিঃ রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দেং শিরীশচন্দ্র দাস দাবি ২২৸৶০ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে অনুপনগর ২-৪৯ শতক জমি খং ১৪৯

৩৩৭ খাং ডিঃ সুকুমারী রায় দিং দেং যোগমায়া দেবী দাবি ৪০।৩ থানা ফরক্কা মৌজে অনুপপুর ৮৬ শতকের কাত ২৲ আঃ ৩৫৲ খং ১০০

৩৮৯ খাং ডিঃ চারুবালা বর্ম্মণ্যা দেং বৈদ্যনাথ দাস দিং দাবি ২২৶৬ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে ধুসরীপাড়া ৭৩৷০ শতকের কাত ২।৬ আঃ ১২৲ খং ৯১২

৩৬৩ খাং ডিঃ মাতোয়ালি মৌলবী মরতুজা রেজা চৌধুরী দিং দেং পাঁচু বিশ্বাস দিং দাবি ১৪৶০ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে লোহরপুর ১/৪৫৪ জমির কাত ১৬ পাই আঃ ৫৲

৪০৫ খাং ডিঃ ঐ দেং এব্রাহিম বিশ্বাস দিং দাবি ৬০৸৶৯ মৌজাদি ঐ ৮৸৩৫ জমির কাত ১০৲ আঃ ৫০৲

৪০৩ খাং ডিঃ ঐ দেং কালীকুমার চক্রবর্ত্তী দিং দাবি ২১৷৶৯ থানা ঐ মৌজে লালপুর ৸১৫।১৯ জমির কাত ২/৩ আঃ ১০৲

৪০৬ খাং ডিঃ ঐ দেং কৃষ্ণ মণ্ডল দিং দাবি ৯৸৶০ থানা ঐ মৌজে কাঁকুড়িয়া ।১৫।১ জমির কাত ৪৲

৪০২ খাং ডিঃ ঐ দেং যাদু মণ্ডল দিং দাবি ১৬৷৩ থানা ফরক্কা মৌজে সুদনা ২১/৪৫।৫ জমির কাত ২৭৷৶০ আঃ ১০০৲ খং ৯৩

৪১৩ খাং ডিঃ ঐ দেং রামকু সাঁওতাল দিং দাবি ১৪৯৸৶৬ থানা ঐ মৌজে বাহাদুরপুর ১১৪৷৩৫।১১ জমির কাত ১৩।৶০ আঃ ১০০৲

মসজিদ-দ্বারে মা সরস্বতী

—:০:—

ভাঙ্গী-গৃহিণী—মা, মস্‌জিদের বাইরে তুমি কে মা ?
তোমাকে দেখে মনে হলো—যেন
আমাদের মা সরস্বতী !

মা—ঠিক ধরেছ মা। আমি সেই।

ভাঙ্গী-গৃহিণী—এখানে বসে কি করছো মা ?

মা—আমার একটী ছেলে এখানে নমাজ কর্‌তে
আস্‌বে, তাকে ক'টা কথা বল্‌বো। তার
নাম রেজাউল করিম। মুসলমানের ছেলে।
ক'টা হিন্দু ছেলেকে যেন একটু ণত্ব ষত্ব জ্ঞান
করিয়ে দেয় ? ওরা প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ
জানে না।

ভাঙ্গী-গৃহিণী—মা, একবার আমাদের পাড়ায় যাবে
না মা ! এক গুরু মহারাজ আমাদের
ছেলেগুলোকে পড়ায় মা।

মা—তোমাদের গুরু মহারাজ ভুল শেখাবেন না,
মা, তিনি খুব বিদ্বান্।

ভাঙ্গী-পল্লীর পাঠশালা

—:০:—

গুরু মহারাজ—তোমরা আজ যাও, কিন্তু, কোথা দন্ত্য 'ন'
হবে কোথা মূর্দ্ধণ্য 'ণ' হবে যেন মনে থাকে—

ঋ কার, র কার, ষ কার পরে
ন কার যদি থাকে,
টক ক'রে তার কাটবে মাথা
কোন্ বাপে তা রাখে।

আর কতকগুলি শব্দ আছে তাতে মূর্দ্ধণ্য 'ণ' হবার কারণ না থাকলেও তারা স্বাভাবিক মূর্দ্ধণ্য 'ণ'।

বাণ, বেণু, বীণা, বাণী, বণিক্, বিপণি, বেণী,
কোণ, কণা, কল্যাণ, কফোণি।
কিণ, পাণি, পুণ্য, পণ, আপণ (দোকান), নিপুণ, গণ,
গণিকা, মাণিক্য, গুণ, মণি।

চণক, চাণক্য, তূণ, শোণিত, কঙ্কণ, ঘুণ,
অণু, স্থাণু, শণ, শাণ, গোণী,
এই সব শব্দে ভাই ণত্বের কারণ নাই
অতএব স্বাভাবিক মানি।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পেতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।

সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় কুটীর

এই স্থানে আয়ুর্ব্বেদমতে তরুণ ও পুরাতন এবং বহুবিধ জটিল ব্যাধির চিকিৎসা হইয়া থাকে। যাঁহারা অন্যস্থানে চিকিৎসা করাইয়া কোনও ফল পান নাই সেই সব রোগীকে আমার চিকিৎসা পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

দি মডার্ণ আয়ুর্ব্বেদিক কার্য্যালয় ও বিদ্যালয়
হইতে উপাধি প্রাপ্ত

কবিরাজ শ্রীবৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী,
এম, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ
গাঙ্গিন, পোঃ নুরপুর, (মুর্শিদাবাদ)

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুরবল্লী

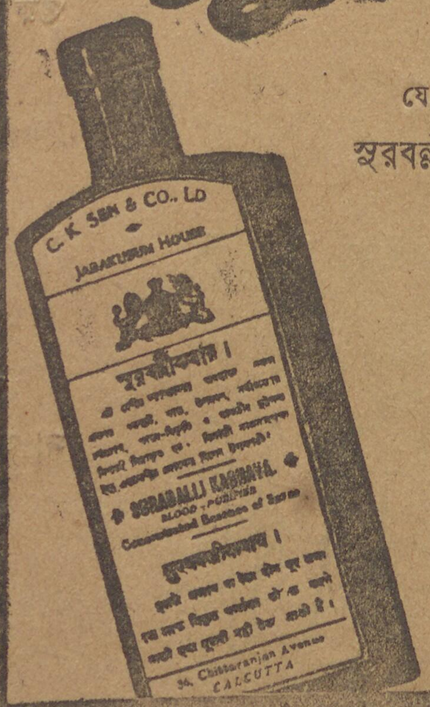

যে সব ডাক্তার রা
সুরবল্লী ব্যবস্থা করে
দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা (আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি জন্তুর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাতে রক্ত-আমাশয় ও কানের পুজ আরোগ্য হয়

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়" রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ